সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কপ ২২ জলবায়ু সম্মেলকে ঘিরে স্বল্পোন্নত ও অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর অধিকার ভিত্তিক নাগরিক সমাজ উদ্বিগ্ন-হতাশ

মারাকাশে উন্নত দেশগুলোর সিদ্ধান্তহীনতা স্বল্পোন্নত ও অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোতে জলবায়ু গণহত্যা ডেকে আনবে

মারাকাশ, মরক্কো, ১৭ নভেম্বর ২০১৬। আজ, জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন সমাপ্তির ঠিক আগের দিন, মরক্কোর মারাকাশে জলবায়ু বিপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কয়েকটি অধিকার ভিত্তিক নাগরিক সমাজ একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। চলমান জলবায়ু সম্মেলনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এর সম্ভাব্য ফলাফল উপলব্ধি করে তারা গভীর উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত মূল বক্তব্যে বলা হয়, প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়া সংক্রান্ত দেশটির নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডুনাল্ট ট্রাম্পের হুমকি, কার্বন উদগীরণ কমাতে ধনী দেশগুলোর সিদ্ধান্তহীনতা, জলবায়ু অভিযোজন এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণে অর্থায়নের ব্যাপারে খুব অপ্রতুল প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিশ্রুতি না থাকা এবং এই সম্মেলনে জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ না নেয়া খুবই দুঃখজনক। এ ধরনের পরিস্থিতি স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোতে জলবায়ু গণহত্যার কারণ হতে পারে বলে তারা আশংকা প্রকাশ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংক এবং গ্লোবাল ফ্যাসিলিটি অব ডিজাস্টার রিডাকশন এন্ড রিকভারি প্রকাশিত সাম্প্রতিক (১৪ নভেম্বর ২০১৬) একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে জানানো হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২৬ মিলিয়নলোক নতুন করে দরিদ্র হবে এবং ৫২০ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যে র সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইক্যুইটিবিডি'ররেজাউল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুডের জিয়াউল হক মুক্তা, ইএনডিএ ইথিওপিয়া এবং এলডিসিওয়াচ ব্রাসেলস'র আজেব গিরমি এবং জেনেভা ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ডিসপ্লেসম্যান্ট মনিটরিং সেন্টার'র জাসটিন গিনেট্টি।

জিয়াউল হক মুক্তা কার্বন উদগীরনের সর্বোচ্চ বছর নির্ধারণের তিনটি বিশেষ সীমারেখা নির্ধারণের দাবি করেন। তিনি ধনী দেশগুলোর জন্য ২০২০ সাল, চীন ও ভারতের মতো বেশি কার্বন উদগীরণকারী দেশের জন্য ২০২৫ সাল, উন্নয়নশীল-স্বলোপন্নত দেশগুলোর জন্য ২০৩৫ সালকে নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। তিনি আশা করেন, ২০১৮ সালের ফ্যাসিলিটেটিভ ডায়ালগে ২০২৩ সালের আগেই কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি সুরাহা হবে। এটি করা না হলে বিশ্বের তাপমাত্রা ৩.৪ ডিগ্রি বাড়তে পারে, যার ফলাফল স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোর জন্য হবে ভয়ানক বিপর্যয়। আজেব গিরমি বলেন, ২০২০ সালের আগে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের বিষয়টি এখনও স্পষ্ট হয়নি। তিনি ক্ষয়ক্ষতি বা লস এন্ড ড্যামেজের ক্ষেত্রে ওয়ারশ ইমপ্লিমেনন্টেশন ম্যাকানিজমের জন্য পৃথক অর্থায়ন দাবি করেন। জাস্টিন গিনেট্টি বলেন, ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ১৭২.৩ মিলিয়ন, ২১.৫ মিলিয়ন প্রতি বছর এবং প্রতি দিন ৫৮ হাজার। রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, জলবায়ু অভিযোজনে অর্থায়ন জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি এবং দুর্যোগের কারণে মৃত্যু কমাবে। সবচাইতে বড় কথা হলো, জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন।

বার্তা প্রেরক

রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল: +২১২৬৫৩৬৮৭০৫৪, জিয়াউল হক মুক্তা, মোবাইল: +২১২৬২৬৮৮৯৭১৯

এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে www.cosatbd.net এবং www.equitybd.net এ